দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
ঢাকা

তারিখ 13 NOV 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

৩৪
090

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষার পরিবেশ

এদেশের যুব শক্তিকে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদানের জন্য যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোর যে কি অবস্থা তা কারো অজানা নয়। ১৯৮৪ সালের পরীক্ষা ১৯৮৮ সালেও সমাপ্ত হয় না। কি হতাশা ও দুর্দশার মধ্যে এদেশের উৎকৃষ্টতম মেধার অপচয় ঘটছে—দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে যা চিন্তা করলে কোন বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি উৎকণ্ঠিত না হয়ে উপায় নেই।

শিক্ষা একটি শক্তি। শিক্ষা কেবল জৈবিক ও আর্থিক অভাব অনটন মেটাতেই সহায়তা করে না। শুধু একটি দেশের উৎপাদিকা শক্তিই নয়—একটি দেশের নৈতিক শক্তিও বটে। শিক্ষা কেবল অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যেই পরিচালিত হয় না—আত্মার মুক্তির লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। শিক্ষিত জনশক্তি তাই বাক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করে রাজ পথে রক্ত দেয়। পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেও আমরা দেখতে পাই গণতান্ত্রিক দেশগুলোই জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অগ্রগামী। নৈতিকতার প্রশ্নেও তারা আপোষহীন। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রার্থী বাছাই করার সময় তারা তাদের প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও নৈতিক জীবনের প্রতি কতটা গুরুত্ব আরোপ করেছে তা আমরা জেনেছি। এটি সম্ভব হয়েছে শুধু তাদের শিক্ষার অগ্রগতির কারণেই।

আমরা শিক্ষক সমাজ দেশের শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তির অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ। আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা করতে পারছি না—সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনা করতে পারছি না। এর প্রধান কারণ আমাদের শিক্ষার্থীরা এখন আমাদের দুর্বল নেতৃত্ব থেকে সরে গিয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্বের পতাকার নীচে সমবেত। শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের অস্ত্র আজ তাদের হাতে। আমাদের প্রাণপণ চেষ্টাতেও শিক্ষার পরিবেশ আমরা রক্ষা করতে পরছি না। এখানে অকপটে স্বীকার করা উচিত আমাদের একটি ক্ষুদ্র অংশ শিক্ষকতার নীতিকে বিসর্জন দিয়ে রাজনৈতক শক্তির সাথে আঁতাতে লিপ্ত।

বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষার বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার সমস্যা প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক সমস্যা। তাই এ সমস্যার সমাধান রাজনৈতিকভাবেই করতে হবে। শিক্ষক হিসাবে আমাদের শিক্ষার্থীদের অবশ্যই নৈতিক ও যৌক্তিক দিক নির্দেশনা দিতে হবে। কোন আদর্শ অবলম্বন করে আমাদের শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া শিখবে, বড় হবে, বাঁচবে। তাদের সামনে কোন আশার আলো অপেক্ষা করছে। শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক গুণ্ডামি এবং অস্ত্রের ঝনঝনানি থেকে সাধারণ নিরীহ ছাত্রদের নিরাপত্তা কোথায়? রাজনৈতিকভাবে কবে এসব রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে। ঢাকা শহরের চারদিকে বহুতল বিশিষ্ট বহু দোকান পাট আর বাস ভবন নির্মিত হচ্ছে। কিন্তু বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য তেমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।

অতএব, আমাদের আরো নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে সক্রিয় হতে হবে। সেই সাথে শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশের বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।

—ম[illegible]